52

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মহাবিদ্যালয়সমূহে সনাতন পদ্ধতি নামে একটি শিক্ষা কারিকুলাম চালু আছে। এ কারিকুলামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ডিগ্রীই প্রদান করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগ যারা পূর্ববর্তী পরীক্ষায় তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত-তারাই কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হন (অবশ্য অতি অল্প সংখ্যক ভালো একাডেমিক রেজাল্টের অধিকারী ছাত্রছাত্রীও এর মধ্যে রয়েছেন)। এ ছাড়াও স্নাতক পর্যায়ের সেশন সম্মানের সেশন থেকে এক অথবা দুই বছর (আইনের ক্ষেত্রে) কম। কিন্তু বিভিন্ন নিয়োগ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সম্মান ও সনাতনী গ্রাজুয়েটদের একই মানের বিবেচনা করা হয়। প্রশ্ন হলো, সিলেবাস, সময় ও পরিবেশ বিবেচনায় সম্মান গ্রাজুয়েটদের অগ্রগণ্যতার বিষয়টি কি বিচার্য নয়? তাছাড়া উল্লেখ্য, সনাতনী পদ্ধতি একটি গতানুগতিক ব্যবস্থা। এমনিতেই জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তার উপর যদি এ কারিকুলামে প্রচলিত ২০/২৫ বছরের পুরাতন সিলেবাস প্রতি বছর চালু রাখা হয়, তা হলে এতে পাস করা বিপুল সংখ্যক সনাতনীদের কাছে জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা আমরা আশা করতে পারি? তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এটাই প্রত্যাশা।

শেখ মাহবুবুল আলম
প্রভাষক, সমাজ বিজ্ঞান
সমশপুর মহাবিদ্যালয়
খোকসা, কুষ্টিয়া-৭০২১।